৪৮

তারিখ ·· JUN-29 200

পৃষ্ঠা ১৮ কলাম

যুগান্তর

রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে বুধবার এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনশন যুগান্তর

বেসরকারি শিক্ষকদের শতভাগ বেতন এখনও পর্যালোচনাধীন

● ইবতেদায়ী শিক্ষকদের স্কেল হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের শতভাগ বেতন প্রদানের দাবি মানার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও বাদ সাধছে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে এটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি হওয়ায় সরকার সার্বিক বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করছে। একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক জানান, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষকদের একটি বেতন স্কেল দেয়া হবে। শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সরকার শিক্ষকদের আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করছে। শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। শতভাগ বেতন-ভাতার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনিই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। তবে আর্থিক বিষয়টি নিয়ে সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে। মন্ত্রী আরও বলেন শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাব পাঠালেও অর্থ মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দিয়েছে।

সূত্র মতে, শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদান, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিসহ

বেতন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বেতন : শিক্ষকদের

বিভিন্ন দাবিতে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের ৬টি সংগঠন ইতিমধ্যে অবিরাম ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ৬ জুলাই থেকেই ধর্মঘট কর্মসূচি শুরু হবে। এসব শিক্ষক সংগঠনের সব দাবির মধ্যে শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানের দাবিটিই প্রধান। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও এ দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সার্বিক চিন্তা করেই সরকার শিক্ষকদের দাবি পূরণে আর্থিক বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। কেননা শুধু শতভাগ বেতন প্রদানের দাবি পূরণে সরকারের প্রায় ৪শ' কোটি টাকার প্রয়োজন। এসব দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। বুধবার সরকারপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক সম্পর্কে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া যুগান্তরকে জানান, দাবি মেনে নেয়ার পক্ষে মন্ত্রী সুস্পষ্ট কোন আশ্বাস দেননি। তবে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সব বিষয়ে সমাধান করার আশ্বাস দেয়া হয়। তিনি আরও জানান, শতভাগ বেতন প্রদানসহ অন্যান্য দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সূত্র জানায়, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি শিক্ষকদের একটি বেতন স্কেল নির্ধারণ করা আছে। ওই বেতন স্কেলে প্রধান শিক্ষকের স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ হাজার টাকা। আর সহকারী শিক্ষকের বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৩৪০ টাকা। এর সঙ্গে ১শ' টাকা বাড়ি ভাড়া ও ১শ' টাকা চিকিৎসা ভাতাও দেয়া হবে। এ স্কেলে ৯০ শতাংশ সরকারি বেতন হিসেবে একজন প্রধান শিক্ষক পাবেন ২ হাজার ৯শ' টাকা ও সহকারী শিক্ষক পাবেন ২ হাজার ৫৪০ টাকা। তবে শিক্ষামন্ত্রী এ সম্পর্কে বলেন, ইবতেদায়ি শিক্ষকদের জন্য এ বেতন স্কেল পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত স্কেলে বেতন কাঠামো আরও কম হবে। ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণসহ ৭ দফা দাবিতে আমরণ অনশন অব্যাহত রেখেছেন। বুধবার অনশনের তৃতীয় দিনে ২০ শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষক সমিতির মহাসচিব আবদুর রউফ যুগান্তরকে বলেন, দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে।